২৩-০৪-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

রাজ্য সত্বা এবং ধর্ম সত্বার অধিকারী বাচ্চাদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার

বাপদাদা তাঁর সর্বাধিকারী বাচ্চাদের দেখছেন । শ্রেষ্ঠ আত্মারা, তোমাদের হাতে যে রাজ সত্বা আর ধর্ম সত্বার অধিকার আছে, সেই উভয় অধিকারের মহিমা করা হয় । এই মহিমা গাওয়া হয় তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রালব্ধের । যাই হোক, তোমাদের ভবিষ্যত্ প্রালব্ধের আধার হল বর্তমানের শ্রেষ্ঠ জীবন । বাচ্চারা, বাপদাদা সর্বত্র তোমাদের দেখছেন, তোমরা কত পর্যন্ত রাজ্য সত্বা আর ধর্ম সত্বার অধিকারী হয়েছ । এখন এই সময়েই তোমরা নিজেদের মধ্যে এই সমস্ত সংস্কার ভরে নাও । যারা এখনকার রাজা ভবিষ্যতে তাঁদের রাজত্বের অধিকার থাকবে । এখনকার ধারণা স্বরূপ আত্মারা ধর্ম সত্বা প্রাপ্ত করবে । তাহলে, তোমরা সকলে কতখানি নিজেদের মধ্যে এই দুই সত্বা ধারণ করেছ ?

রাজ্য সত্বার অথরিটি অর্থাত্ সর্ব অধিকারের স্বরূপ হওয়া । *রাজ্য সত্বার আত্মা নিজের সর্ব অধিকারের মাধ্যমে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শক্তিকে তার ইচ্ছে মতো প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে* । এই অথরিটি রাজ্য সত্বার নিদর্শণ । দ্বিতীয় নিদর্শণ - *রাজ্য সত্বার অধিকারী, প্রত্যেক কার্যকে ল' অ্যান্ড অর্ডার দ্বারা চালাতে পারে* । রাজ্য সত্বা অর্থাত্ মাতাপিতার মতো নিজেদের প্রজাদের উন্নতিতে সামর্থ্য দান করা । রাজ্য সত্বা অর্থাত্ নিজে সর্বদা সব কিছুতে সম্পন্ন হওয়া এবং অন্যকেও সম্পন্ন রাখা । রাজ্য সত্বা অর্থাত্ নির্দিষ্ট সব কিছুর প্রাপ্তি - সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ সর্ব গুণের সঞ্চিত সম্পদে পরিপূর্ণ হওয়া । এর অর্থ নিজে সর্ব গুণে ভরপুর হয়ে প্রত্যেককে ভরপুর করা । রাজ্যসত্বার সর্ব অধিকারী আত্মা হয়েছ তোমরা ? মাতাপিতার মতো পালনা দেওয়ার বিশেষত্ব তোমরা একজনও কি অনুভব করো ? যে আত্মারাই তোমার সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে তারা অনুভব করবে, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা তাদের পূর্বজ । তাদের অনুভব করতে দাও যে, তোমরা- আত্মাদের দ্বারাই তারা প্রকৃত ভালবাসা এবং জীবনের উন্নতির সাধন প্রাপ্ত করতে পারবে । কারণ পালনা দ্বারাই একজন উপলব্ধি করতে পারে ভালবাসা আর জীবনের উন্নতি । পালনা প্রাপ্তি দ্বারা, আত্মারা সুযোগ্য হয়ে ওঠে । ঠিক যেমন ছোট বাচ্চারা জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করে পালনা প্রাপ্তির মাধ্যমে, একইভাবে সেইরকম রুহানী পালনা প্রাপ্ত করে দুর্বল আত্মারা শক্তিস্বরূপ হয়ে ওঠে । তীব্র গতিতে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি আরও উন্নত করে । পালনার মাধ্যমে তারা ভালবাসার সাগর, বাবার থেকে অবিরত অনন্ত প্রকৃত ভালবাসার অনুভতি করে । এইভাবে রাজ্যসত্বার এই লক্ষণগুলো তোমরা অনুভব করো ? অধীনতার সংস্কার পরিবর্তিত হলে সর্বাধিকারীর সংস্কার তোমরা নিজের মধ্যে অনুভব করো ? রাজ্য সত্বার সংস্কার দ্বারা তোমরা নিজেরা পূর্ণ হয়েছ ? এই নিদর্শণ এখানে দেখা যাবে নাকি ভবিষ্যতে উন্মোচিত হবে ? রাজ্য সত্বার আরও একটা বিশেষত্ব আছে, সেটা জানো তোমরা ? সদা অটল এবং অখণ্ড রাজত্ব । তোমাদের রাজ্যের এই মহিমা তোমরা গাও, তাই না ! রাজ্য সত্বার লক্ষণগুলোও কি তোমরা চেক করো, যে লক্ষণগুলো অনড় এবং অখণ্ড ? সত্বা কখনও খণ্ডিত হয়না, হয় কি ? এক মুহূর্তে সর্বাধিকারী আর পর মুহূর্তে অধীন, তবে কি তাকে অখণ্ড বলা যাবে ? এর থেকেই তোমরা নিজেদের জানতে পারো, তোমাদের প্রারব্ধ কি হবে ! আমি রাজ্য অধিকারী হব নাকি রাজ্যে বসবাসকারীদের একজন হব ?

একইভাবে, ধর্ম সত্বা অর্থাত্ নিজের মধ্যে ধারণার শক্তি অনুভবকারী আত্মা । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পবিত্রতার ধারণার শক্তিকে নিজের মধ্যে অনুভবকারী আত্মা ।

* পবিত্রতার শক্তি দ্বারা তোমরা পরম পূজ্য হয়ে যাও ।
* পবিত্রতার শক্তি দ্বারা তোমরা পতিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করো ।
* পবিত্রতার শক্তি বিকারগ্রস্ত আত্মাদের শীতল করে দেয় ।
* পবিত্রতার শক্তি আত্মাদের অনেক জন্মের বিকার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয় ।
* পবিত্রতার শক্তি নেত্রহীন আত্মাদের তৃতীয় নয়ন প্রদান করে ।
* পবিত্রতার শক্তি দ্বারা এই সৃষ্টিরূপী কাঠামোর ভেঙে পড়া প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় ।
* পবিত্রতার পিলারের আধারে দ্বাপর থেকে শুরু করে সৃষ্টি কোনও না কোনও সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে ।
* পবিত্রতা হল লাইটের শিরোভূষণ বা রাজমুকুট ।

এইরকম পবিত্রতার ধারণাই হল ধর্ম সত্বা । একইভাবে প্রত্যেক গুণের বৈশিষ্ট্য আত্মার মধ্যে সমায়িত, একেই ধর্ম সত্বা বলা হয়ে থাকে । ধর্ম সত্বা অর্থাত্ ধারণার সত্বা । তোমরা কি এইরকম ধর্ম সত্বার আত্মা হয়েছ ? ধর্মের দুটো বিশেষত্ব আছে, যা নিজেকে এবং অন্যদেরও সহজেই পরিবর্তন করিয়ে নেয় । পরিবর্তনের শক্তি অতি স্পষ্ট হতে হবে । দেখ, সারা চক্রে যে ধর্ম সত্বার আত্মারা এসেছে তাদের বিশেষত্ব হলো মানব আত্মাদের পরিবর্তন করা । সাধারণ মানুষ থেকে পরিবর্তিত হয়ে কেউ বৌদ্ধ, কেউ ক্রিশ্চান আবার কেউ কেউ অন্য ধর্মের অনুগামী হয়েছিল । যেমনই হোক, তাদের পরিবর্তন হয়েছিল, তাই না ! সুতরাং ধর্ম সত্বা অর্থাত্ পরিবর্তন আনার সত্বা - সর্বপ্রথম নিজের তারপর অন্যান্যদের । ধর্ম সত্বার দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো, যোগ্যতা । পরিস্থিতির চাপে তারা কোনভাবে চঞ্চল হয়না । যোগ্যতার শক্তি দ্বারাই পরিবর্তন করতে পারবে । কোনও ব্যপার নয়, কোথাও হঠাত্ আক্রমণ হলে, বদনাম হলে অথবা অপজিশন হলে, তোমরা তোমাদের ধারণায় স্থির অটল থাকবে । এটাই হলো ধর্ম সত্বার বিশেষত্ব ।

* ধর্ম সত্বারা তাদের প্রত্যেক কর্মে নিরহংকারী হবে ।
* যতদূর সম্ভব তারা সর্ব গুণের ধারণায় সম্পন্ন হবে অর্থাত্ তারা যতটা গুণরূপী ফলস্বরূপ হয় ততটা তারা নম্রতায়ও পরিপূর্ণ হবে ।
* তাদের নিরহঙ্কার স্থিতি দ্বারা তারা প্রত্যেক গুণ প্রত্যক্ষ করতে পারে ।
* ব্রাহ্মণ কুলের যতরকম গুণের ধারণা আছে সেই সব ধারণার শক্তি কারও মধ্যে থাকা অর্থাত্ ধর্ম সত্বাধারী হওয়া ।

সুতরাং, রাজ্য সত্বা এবং ধর্ম সত্বা, এই উভয় সত্বায় তোমরা নিজেদের পরিপূর্ণ করেছ ? এই দুইয়ের মধ্যে ব্যালান্স আছে ?

বাচ্চারা, আজ বাপদাদা তোমাদের চার্ট দেখছিলেন, এটাই দেখতে যে, কত পর্যন্ত তোমরা রাজ্য সত্বা এবং ধর্ম সত্বা অধিকারী হয়েছ । তোমরা নম্বরবার হয়েছ নাকি সবাই তোমরা একরকম ? তোমাদের নম্বর কি তোমরা জানতে পারো ? এখানে সব রাজারা বসে আছ তাই না ! তোমরাই তো প্রজা বানাও তাই তো ! তোমরা নিজেরা তো প্রজা নও তাই না ! তবে তোমরা নিজেদের রাজ্য সত্বা এবং ধর্ম সত্বা অধিকারী বানাও । তোমরা বুঝেছ, রাজ্য বংশের লক্ষণগুলো কি ?

যারা দিল্লি এবং মহারাষ্ট্র জোন থেকে এসেছে তারা এখানে বসে আছে । যারা রাজধানীতে বাস করছে তারাও রাজ্য অধিকারী হবে, তাদের কি হওয়া উচিত্ না ! আর মহারাষ্ট্রবাসী মহান হবে । মহান হওয়া অর্থাত্ রাজ্য অধিকারী হওয়া । সুতরাং, দুই জায়গা থেকেই মহান এবং শ্রেষ্ঠ আত্মারা

এখানে এসেছে । আর বিদেশীরা কি হবে ? রাজত্ব করবে নাকি রাজ্যকে শুধু দেখবে ? তোমরা সকলের আগে যাবে, তাই না ! আচ্ছা ।

এইরকম রাজ্য সত্বা এবং ধর্ম সত্বা অধিকারী, সদা সম্পন্ন হয়ে অন্যদেরও একই রকম সম্পন্ন বানায়, পরিবর্তন শক্তি দ্বারা নিজেদের পরিবর্তন ক'রে বিশ্বের পরিবর্তন করে, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মারা সারা কল্পে যাদের মহিমা এবং পূজন হয়, যারা সর্ব গুণসম্পন্ন আত্মা, তারা তাদের পবিত্রতার গুণ দ্বারা প্রত্যেককে গুণবান বানায়, এমন গুণমূর্ত আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্টির সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ সময়ের সাথে স্ব পরিবর্তন করো

এখন, সময় অনুসারে পরিবর্তনের গতি তীব্র হতে হবে । যখন সময় বয়ে যাচ্ছে, তখনও যদি যারা পরিবর্তন আনবে তীব্রগতি না হয় তাহলে সময় চলে যাবে কিন্তু দুর্বলতা তখনও তাদের মধ্যে থেকে যাবে । দুর্বল আত্মাদের প্রতিকৃতি আঁকতে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় । ধনুক ও তির । তোমরা কি ধনুর্ধারী হতে চাও নাকি ছত্রধারী ? তোমরা সূর্যবংশী হতে চাও, তাই না ! সূর্য সর্বদা তেজোময় এবং সবকিছু তীব্রগতিতে করে । সূর্যের তুলনায় চাঁদকে অনেক শীতল দেখানো হয় । সুতরাং, অবশ্যই তোমরা পুরুষার্থে শীতল হবেনা । তোমরা যদি তোমাদের পুরুষার্থে শীতল হও তাহলে চন্দ্রবংশী হয়ে যাবে । সূর্যবংশীর লক্ষণ হল, তাদের গভীর আবেগপূর্ণ পুরুষার্থ - ভাবা মাত্র কাজ । এইরকম নয় যে, তোমরা ভাবলে এই বছরে আর কাজটা করলে পরের বছরে ! তীব্র পুরুষার্থ অর্থাত্ উড়তি কলায় স্থিত হওয়া । এখন চড়তি কলার স্থিতির সময়ও চলে গেছে । সামনে অগ্রসর হওয়ার সহজ সাধন তোমাদের দেখানো হয়েছে । শুধু একটা শব্দের গিফ্ট স্মরণ করো । সেটা কি ? 'আমার বাবা' । এই একটা শব্দ এমন একটা লিফট্ যাতে তোমরা এক সেকেণ্ডে নীচে থেকে উপরে যেতে পারো । কিভাবে এই লিফট্ ইউজ করতে হয়, তোমরা জাননা ? এখন তো লিফট্ ব্যবহারের সময়, তাহলে সিঁড়ি কেন চড়ছ ? লিফট্ ব্যবহারে কোনও ক্লান্তি হয়না । যেইমাত্র ভাবছ সেইমাত্র পৌঁছে যাচ্ছ । তাহলে ! তোমরা কে ? লিফট্ হল শুধুমাত্র একটা প্রতীক; তোমাদের বেশী ভাবার প্রয়োজন নেই । কেবল একটা শব্দ, একটা নাম্বার, সেখানে পৌঁছানতে তোমাদের সমর্থ বানাবে । যেইমাত্র তোমরা বলো, আমার বাবা, আমি তার মধ্যে মিশে যাই । এই সহজ লিফট্ তোমরা ব্যবহার করো । যারা এটা ইউজ করে তারা সেখানে পৌঁছে যাবে আর সেক্ষেত্রে যারা শুধু দেখবে আর ভাববে তারা পিছনে পড়ে থাকবে । সুতরাং, এখন এই এক মহা শিল্পকৌশলের স্মৃতি স্বরূপ হয়ে সদা সমর্থ আত্মা হয়ে যাও ।

প্রতি পদক্ষেপে সদা এগিয়ে যেতে যেতে অন্যকেও এগিয়ে নিয়ে চলো । তোমরা যত স্বয়ং সম্পন্ন হবে ততই অন্যকেও সম্পন্ন বানাতে পারবে ।

অব্যক্ত মুরলি থেকে প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্নঃ - যে কোনও পুরুষার্থে সফলতার আধার কি ?

উত্তরঃ - যথার্থ বিধি । যে সংকল্পই করো, যদি যথার্থ বিধি-পূর্বক হয় তবে সফলতা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে । যদি তোমরা সঠিক বিধি প্রয়োগ না করো তাহলে তোমরা সাফল্য পাবেনা, সেইজন্য ভক্তিমার্গে যে কার্যই সম্পাদন করা হয়, ভ্যালু নির্ভর করে তার প্রয়োগ বিধির উপর ।

*প্রশ্নঃ - কোন্ বিধির দ্বারা সেবা করলে তোমরা সফলতা প্রাপ্ত করতে পারো ?

উত্তরঃ - তিন রূপে এবং তিন রীতিতে একই সাথে সেবা করলে তোমরা সফল হবে । সেই তিন রূপ হল - ১) নলেজফুল ২) পাওয়ারফুল এবং ৩) লাভফুল - লাভের সাথে ল (law) অন্তর্ভুক্ত । এর সাথে তিন রীতি হলো মন্সা -বাচা -কর্মণা । যখন তোমরা বাণী দ্বারা সেবা করবে, তোমাদের মন্সাও পাওয়ারফুল হতে হবে । তোমাদের পাওয়ারফুল স্টেজ দ্বারা তাদের মন্সা চেঞ্জ করে তারপর বাণী দ্বারা তাদের নলেজফুল বানাও এবং তারপরে তোমাদের কর্মণা দ্বারা অর্থাত্ যে কেউই তোমার সম্পর্কে আসে, তখন এমন লাভফুল সম্পর্ক হোক যাতে অটোমেটিক্যালি তারা উপলব্ধি করবে যে, আমরা আমাদের গডলি ফ্যামিলিতে অর্থাত্ ঈশ্বরীয় পরিবারে এসে গেছি । তোমাদের ক্রিয়াকলাপ এমন হতে হবে যাতে তারা নিজেরা অনুভব করে যে বাস্তবে এই আমার আসল পরিবার ।

প্রশ্নঃ - পাওয়ারফুল স্টেজের লক্ষণ কি হবে ?

উত্তরঃ - যে বাচ্চাদের পাওয়ারফুল স্টেজ হবে তারা এক সেকেণ্ডে যে কোনও বায়ুমণ্ডল, পরিবেশ বা মায়া দ্বারা সৃষ্ট কোনও সমস্যা সব সমাপ্ত করে দেবে, তারা কখনও পরাজিত হবেনা । যে আত্মারা সমস্যা রূপে আসে, তারা নিজেরা তার উপর সমর্পিত হয়ে যায় অন্যভাবে বলা যায় 'প্রকৃতি অর্থাত্ বিষয়বস্তু তোমার দাস' হয়ে যায় ।

প্রশ্নঃ - কিভাবে তোমরা জানবে, সব সাবজেক্টে কত পর্যন্ত তোমরা পাশ করেছ ?

উত্তরঃ - যে কোনও সাবজেক্টে তুমি কতটা পাশ করছ, সেই সাবজেক্টের আধারে তোমরা লক্ষ্য এবং রেসপেক্ট লাভ করবে । এর সাথে একইসঙ্গে তোমরা প্রাপ্তি অনুভব করবে । যেমন, জ্ঞানের নলেজ, তোমরা লাইট আর মাইট প্রাপ্তির অনুভব করবে । নলেজের সাবজেক্টের আধারে তোমরা দৈবী পরিবার থেকে যেমন রেসপেক্ট পাবে তেমনই অন্যান্য আত্মাদের থেকেও এমন অনেক রেসপেক্ট পাবে । একইভাবে, যোগের সাবজেক্টের অবজেক্ট হলো, তারা যে সংকল্পই করবে তা' অতি কার্যকর বা উপযুক্ত হবে । যে কোনও সমস্যা উপস্থিত হওয়ার আগেই যোগের শক্তিতে অনুভব হবে কিছু হতে চলেছে, এই কারণে তারা কখনও পরাজিত হবেনা । যোগের শক্তি দ্বারা তাদের অতীত সংস্কারের বোঝা সমাপ্ত হয়ে যাবে । তাদের সংস্কার তাদের পুরুষার্থে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করতে পারেনা ।

প্রশ্নঃ - যে কোনও সাবজেক্টের অবজেক্ট চেক করার সাধন কি ?

উত্তরঃ - রেসপেক্ট হল চেক করার সাধন, তোমরা কতখানি তোমাদের অবজেক্টের কাছাকাছি হয়েছ । যদি আমি নলেজফুল হই তবে যাকেই নলেজ দিচ্ছি সে এই নলেজের অনেক রেসপেক্ট দেবে । নলেজের রেসপেক্ট দেওয়ার অর্থ হলো নলেজফুল কাউকে রেসপেক্ট দেওয়া । যখন প্রত্যেক সাবজেক্টে এবং প্রত্যেক সংকল্পে তোমার অবজেক্ট এবং রেসপেক্ট প্রাপ্তি হবে তখন তুমি পারফেক্ট হয়ে যাবে ।

প্রশ্নঃ – যে প্রত্যেক সাবজেক্টে পারফেক্ট, তার লক্ষণ কি হবে ?

উত্তরঃ – যারা পারফেক্ট তারা যে কোনও এফেক্টের ঊর্ধে থাকবে । তাদের শরীরের, সংকল্পে, সম্পর্কে আসা আত্মাদের ভাইব্রেশন অর্থাত্ বায়ুমণ্ডলের প্রভাব থেকে অথবা অন্য যে কোনও এফেক্ট থেকে তারা ঊর্ধে হবে ।

বরদানঃ– মাস্টার স্নেহের সাগর হয়ে ঘৃণাভাব সমাপ্তকারী নলেজফুল হও

নলেজফুল অর্থাত্ 'জ্ঞানী তু আত্মা' বাচ্চারা সকলের জন্য মাস্টার স্নেহের সাগর হয় । তাদের কাছে স্নেহ ছাড়া কিছুই নেই । আজকাল সম্পত্তির থেকেও অধিক, স্নেহের প্রয়োজন । সেইজন্যে মাস্টার স্নেহের সাগর হয়ে তাদের প্রতি দয়াশীল হও, যারা তোমাদের অপমান করেছিল । অপকারীরও উপকার করো । বাবা যেমন সমস্ত বাচ্চাদের প্রতি দয়াশীল এবং কল্যাণকারী ভাবনা রাখেন, তেমনই বাবাসম ক্ষমার সাগর এবং হৃদয়বান বাচ্চাদের কারও প্রতি ঘৃণা ভাব থাকতে পারেনা ।

স্লোগানঃ– সসীমের(হদের) সমাপ্তি ঘটিয়ে অসীমের(বেহদের) দৃষ্টি আর বৃত্তিকে গ্রহণ করাই হল ইউনিটির আধার ।